ভারত সরকার

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র (শূন্যপদের বাধ্যতামূলক প্রজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৯

(১৯৫৯-এর ৩১নং আইন)

[১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959.

(Act No. 31 of 1959)

[As on the 1st July, 1989]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

১৯৮৯

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র (শূন্যপদের বাধ্যতামূলক প্রজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৯

১৯৫৯-এর ৩১ নং আইন

[১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহকে শূন্যপদ প্রজ্ঞাপিত করা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[২রা নভেম্বর, ১৯৫৯]

ভারত সাধারণতন্ত্রের দশম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন কর্মনিয়োগ কেন্দ্র (শূন্যপদের বাধ্যতামূলক প্রজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা [১].....সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা কোন রাজ্যে সেই তারিখে [২] বলবৎ হইবে যে তারিখ কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতৎপক্ষে ঐ রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য বা কোন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করা যাইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "যথাযোগ্য সরকার" বলিতে বুঝাইবে—

(১) (ক) কোন রেলপথ, প্রধান বন্দর, খনি বা তৈলক্ষেত্রের কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, অথবা

(খ) এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা স্বত্বাধিকৃত, নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়

(i) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক,

(ii) যে কোম্পানিতে শেয়ার মূলধনের অন্যূন একান্ন শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অংশতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও অংশতঃ এক বা একাধিক রাজ্য সরকার ধারণ করেন সেরূপ কোন কোম্পানি কর্তৃক,

(iii) কোন কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা বা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত (কোন সমবায় সমিতি সমেত) কোন নিগম যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বত্বাধিকারে, নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনাধীনে থাকে তৎকর্তৃক, কেন্দ্রীয় সরকারকে ;

(২) যেকোন অন্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ঐ অন্য প্রতিষ্ঠান যে রাজ্যে অবস্থিত সেই রাজ্যের সরকারকে;

---

১ কেন্দ্রীয় শ্রম বিধিসমূহ (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রসারণ) আইন, ১৯৭০ (১৯৭০-এর ৫১), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে", এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ সমস্ত রাজ্যের এবং সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার জন্য ১লা মে, ১৯৬০, দ্রষ্টব্য : প্রজ্ঞাপন নং জি এস আর ৩৮২, তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯৬০, ভারতের গেজেট, ১৯৬০, বিশেষ সংখ্যা, খণ্ড ২, অনুবিভাগ ৩(i) পৃঃ ১৪৫।

(খ) "কর্মচারী" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কার্য করিবার জন্য নিয়োজিত ;

(গ) "নিয়োগকর্তা" বলিতে, যিনি অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কোন প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কার্য করিবার জন্য নিয়োজিত করেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(ঘ) "কর্মনিয়োগকেন্দ্র" বলিতে এরূপ কোন কার্যালয় বা স্থান বুঝাইবে যাহা,—

(i) যেসকল ব্যক্তি কর্মচারী নিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের সম্পর্কে,

(ii) যেসকল ব্যক্তি কর্ম প্রার্থী তাঁহাদের সম্পর্কে, এবং

(iii) যেসকল শূন্যপদে কর্ম প্রার্থী ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা যাইবে, সেই সকল শূন্যপদ সম্পর্কে,

রেজিস্টারসমূহ রক্ষা করিয়া বা অন্যথা, তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার জন্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিপোষিত হয় ;

(ঙ) "প্রতিষ্ঠান" বলিতে বুঝাইবে—

(ক) যেকোন কার্যালয়, বা

(খ) যেকোন স্থান, যেখানে কোন শিল্প, কারবার, ব্যবসায় বা জীবিকা চালিত হয় ;

(চ) "সরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান" বলিতে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে যাহা স্বত্বাধিকৃত, নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়—

(১) সরকার কর্তৃক অথবা সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক ;

১৯৫৬-র ১। (২) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-র ৬১৭ ধারায় যথা-পরিভাষিত কোন সরকারী কোম্পানি কর্তৃক ;

(৩) কোন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা রাজ্য আইন দ্বারা বা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত (কোন সমবায় সমিতি সমেত) কোন নিগম যাহা সরকারের স্বত্বাধিকারে, নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনাধীনে থাকে তৎকর্তৃক ;

(৪) কোন স্থানীয় প্রাধিকারী কর্তৃক ;

(ছ) "বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান" বলিতে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে যাহা সরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠান নহে এবং যেখানে সাধারণতঃ পঁচিশ জন বা ততোধিক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কার্য করিবার জন্য নিয়োজিত হন ;

(জ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে ;

(ঝ) "অদক্ষ অফিস-কর্ম" বলিতে কোন প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত যেকোন শ্রেণীর কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত কর্ম বুঝাইবে, যথা :—

(১) দপ্তরী ;

(২) জমাদার, আরদালি ও পিওন ;

(৩) ঝাড়নদার বা ফরাস ;

(৪) বাণ্ডিল বা অভিলেখ উত্তোলক ;

(৫) পরোয়ানা জারিকারক ;

(৬) চৌকিদার ;

(৭) ঝাড়ুদার ;

(৮) অন্য কোন কর্মচারী যিনি এরূপ কোন মামুলী বা অদক্ষ কর্ম করেন যাহা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অদক্ষ অফিস-কর্ম বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

কতিপয় শূন্যপদ সম্বন্ধে এই আইন প্রযুক্ত হইবে না।

৩। (১) এই আইন—

(ক) বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানে, কৃষি বা খামার যন্ত্রপাতি চালকের নিয়োজন ব্যতীত, (উদ্যান-পালন সমেত) কৃষি সংক্রান্ত অন্য যেকোন নিয়োজনে,

(খ) গৃহকর্ম সংক্রান্ত যেকোন নিয়োজনে,

(গ) মোট মেয়াদ তিন মাস অপেক্ষা কম ঐরূপ যেকোন নিয়োজনে,

(ঘ) অদক্ষ অফিস-কর্ম করণার্থ যেকোন নিয়োজনে,

(ঙ) সংসদের কর্মিবর্গ সম্পর্কিত যেকোন নিয়োজনে,

যে শূন্যপদসমূহ থাকিবে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অন্যথা নির্দেশ প্রদান না করিলে, এই আইন প্রযুক্ত হইবে না,—

(ক) সেই সকল শূন্যপদ সম্পর্কে যাহা পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা একই প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা বা বিভাগের উদ্বৃত্ত কর্মিবর্গের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা, অথবা কোন স্বাধীন অভিকরণ, যেমন সংঘ বা কোন রাজ্য সরকারী কৃত্যক কমিশন ও অনুরূপ অভিকরণ, কর্তৃক পরিচালিত কোন পরীক্ষার বা অনুষ্ঠিত কোন সাক্ষাৎকারের ফলাফলের ভিত্তিতে, অথবা তদীয় সুপারিশক্রমে, পূরণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে,

(খ) সেই সকল শূন্যপদ সম্পর্কে যাহার নিয়োজনে পারিশ্রমিক মাসে ষাট টাকার কম।

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র-সমূহের নিকট শূন্যপদের প্রজ্ঞাপন।

৪। (১) কোন রাজ্যে বা উহার কোন অঞ্চলে এই আইনের প্রারম্ভের পরে, ঐ রাজ্যে বা অঞ্চলে সরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, ঐ প্রতিষ্ঠানে কোন নিয়োজনে কোন শূন্যপদ পূরণ করিবার পূর্বে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট ঐ শূন্যপদ প্রজ্ঞাপিত করিবেন।

(২) যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন যে ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেই তারিখ হইতে, বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা অথবা বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও শ্রেণী বা বর্গের সহিত সম্বন্ধিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, ঐ প্রতিষ্ঠানে কোন নিয়োজনে কোন শূন্যপদ পূরণ করিবার পূর্বে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট ঐ শূন্যপদ প্রজ্ঞাপিত করিবেন, এবং ঐ নিয়োগকর্তা তদনন্তর ঐরূপ অনুজ্ঞা পালন করিবেন।

(৩) যে প্রণালীতে কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট (১) উপধারায় বা (২) উপধারায় উল্লিখিত শূন্যপদসমূহ প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে সেই প্রণালী এবং যেসকল নিয়োজনে ঐরূপ শূন্যপদসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে বা উদ্ভূত হইতে চলিয়াছে সেই সকল নিয়োজনের বিবরণ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

(৪) কোন নিয়োগকর্তার উপর (১) ও (২) উপধারার কোন কিছুই এরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বলিয়া গণ্য হইবে না যে, কোন শূন্যপদ ঐ উপধারাদ্বয়ের কোনটি অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়াই ঐ নিয়োগকর্তাকে ঐ শূন্যপদ পূরণের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োজন কেন্দ্রের মাধ্যমেই ভর্তি করিতে হইবে।

নিয়োগকর্তাগণ বিহিত ফরমে তথ্য ও রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

৫। (১) কোন রাজ্যে বা উহার কোন অঞ্চলে এই আইনের প্রারম্ভের পরে, ঐ রাজ্যে বা অঞ্চলে সরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, ঐ প্রতিষ্ঠানে যেসকল শূন্যপদ উদ্ভূত হইয়াছে বা উদ্ভূত হইতে চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ তথ্য বা রিটার্ন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন যে, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেই তারিখ হইতে, বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা অথবা বেসরকারী উদ্যমক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও শ্রেণী বা বর্গের সহিত সম্বন্ধিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, ঐ প্রতিষ্ঠানে যে সকল শূন্যপদ উদ্ভূত হইয়াছে বা উদ্ভূত হইতে চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ তথ্য বা রিটার্ন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট দাখিল করিবেন, এবং ঐ নিয়োগকর্তা তদনন্তর ঐরূপ অনুজ্ঞা পালন করিবেন।

(৩) যে ফরমে ও যে যে সময়ের ব্যবধানে ঐরূপ তথ্য বা রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে এবং যে সকল বিবরণ উহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তৎসমুদয় যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

অভিলেখ বা দস্তাবেজসমূহ দেখিবার অধিকার।

৬। সরকারের যে আধিকারিক এতৎপক্ষে বিহিত হইবেন তিনি, অথবা তৎকর্তৃক লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি, ৫ ধারা অনুযায়ী কোন তথ্য বা রিটার্ন দাখিল করিতে অনুজ্ঞাত কোন নিয়োগকর্তার দখলাধীন যেকোন প্রাসঙ্গিক অভিলেখ বা দস্তাবেজ দেখিতে পারিবেন এবং যে ঘরবাড়িতে ঐরূপ অভিলেখ বা দস্তাবেজ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন তথায় যেকোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে প্রবেশ করিতে ও

প্রাসঙ্গিক অভিলেখ বা দস্তাবেজসমূহ পরিদর্শন করিতে বা ঐগুলির প্রতিলিপি লইতে বা ঐ ধারা অনুযায়ী আবশ্যক কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

দণ্ড।

৭। (১) যদি কোন নিয়োগকর্তা কোন শূন্যপদ এতৎউদ্দেশ্যে বিহিত কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের নিকট, ৪ ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারার উল্লঙ্ঘনে, প্রজ্ঞাপিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি প্রথম অপরাধের জন্য পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন তথ্য বা রিটার্ন দাখিল করিতে অনুজ্ঞাত হইয়া—

(i) ঐ তথ্য বা রিটার্ন দাখিল করিতে অস্বীকৃত হন বা অবহেলা করেন, অথবা

(ii) এরূপ কোনও তথ্য বা রিটার্ন যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন তাহা দাখিল করেন বা করান, অথবা

(iii) ৫ ধারা অনুযায়ী দাখিল করা আবশ্যক এরূপ কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন বা উহার মিথ্যা উত্তর দেন; অথবা

(খ) প্রাসঙ্গিক অভিলেখ বা দস্তাবেজ দেখিবার যে অধিকার অথবা কোন ঘরবাড়িতে যে প্রবেশাধিকার ৬ ধারা দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ব্যাহত করেন,

তাহা হইলে, তিনি প্রথম অপরাধের জন্য দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

অপরাধ প্রগ্রহণ।

৮। সরকারের যে আধিকারিক এতৎপক্ষে বিহিত হইবেন, অথবা ঐ আধিকারিকের নিকট হইতে যে ব্যক্তি লিখিতভাবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত হইবেন তৎকর্তৃক ব্যতীত অথবা তদীয় মঞ্জুরি ব্যতিরেকে এই আইনাধীন কোন অপরাধের জন্য কোনও অভিযুক্তি দায়ের করা যাইবে না।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণ।

৯। এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং পূর্ব-প্রকাশনার শর্ত সাপেক্ষে, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা :—

(ক) যে বা যেসকল কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের নিকট, যে ফর্মে ও প্রণালীতে, এবং যে সময়ের মধ্যে শূন্যপদসমূহ প্রজ্ঞাপিত

করিতে হইবে তৎসমুদয়, এবং যেসকল নিয়োজনে ঐরূপ শূন্যপদসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে বা উদ্ভূত হইতে চলিয়াছে তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ ;

(খ) ৫ ধারা অনুযায়ী আবশ্যক তথ্য ও রিটার্নসমূহ যে ফর্মে ও প্রণালীতে, এবং যে যে সময়ের ব্যবধানে, দাখিল করিতে হইবে, এবং যেসকল বিবরণ তৎসমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ;

(গ) ৬ ধারা দ্বারা প্রদত্ত প্রবেশাধিকার ও দস্তাবেজসমূহ দেখিবার অধিকার যে আধিকারিকগণ কর্তৃক, এবং যে প্রণালীতে, প্রযুক্ত হইতে পারিবে ;

(ঘ) এরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা এই আইন অনুযায়ী বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে ।

[১] (৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকা কালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়-সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি, পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না ।

---

১ ১৯৮৬-র ৪ নং আইন, ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।